১৬-০৬-১৬ প্রাত :মুরলি ওম্ শান্তি " বাপদাদা " মধুবন

" মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হচ্ছ রুহানি পান্ডা , তোমাদের গৃহস্থঘরের ব্যবহারে থেকে ফুল সমান হয়ে স্মরণের যাত্রা করতে হবে আর করাতেও হব "

প্রশ্নঃ - বাবা বাচ্চাদের কিরকম শৃঙ্গার করান ? আর কি ধরনের শৃঙ্গার করতে নিষেধ করেন?

উত্তর :- বাবা বাচ্চাদের বলছেন মিষ্টি বাচ্চারা - আমি তোমাদের রুহানি শৃঙ্গার করতে এসেছি, তোমার কখনও শরীরের শৃঙ্গার কোরোনা । তোমরা যোগী ভিখারী , তোমাদের সাজ পোশাকের আকর্ষণ থাকা উচিত্ নয় । দুনিয়া খুব খারাপ এইজন্য একটুও শরীরকে সাজিও না ।

গীত :- অবশেষে সেই দিন এসেই গেল আজ . . .

ওম্ শান্তি । বেহদের বাবা বসে বেহদের বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন । বেহদ অর্থাত্ অসীমের মানেই হলো যার কোনও সীমা নেই । কত অগণিত বাচ্চা রয়েছে যাদের একজনই বাবা , যিনি সকলের রচয়িতা । ওরা সব হদের বাবা আর ইঁনি বেহদের আত্মাদের বাবা । ওরা হদের শরীরের বাবা , কিন্তু ইঁনি বেহদের সকল আত্মাদের এক এবং একমাত্র বাবা । যাঁকে ভক্তিমার্গে সব আত্মারা স্মরণ করে । তোমরা বাচ্চারা জানো ভক্তি মার্গ যেমন আছে সঙ্গে সঙ্গে রাবণ রাজ্যও আছে । এখন মানুষ কাতর হয়ে বলছে যে , আমাদের রাবণ রাজ্য থেকে রামরাজ্যে নিয়ে চলো অর্থাত্ বিকারী পতিত দুনিয়া থেকে পবিত্র দুনিয়ায় নিয়ে চলো । বাবা বোঝাচ্ছেন যে , ভারতে যে দেবী -দেবতারা ছিল তারা এখন নেই । ওরা কে ছিল তাও তোমরা জেনে গেছ - আমরাই সত্যযুগীয় সূর্য্যবংশী ঘরানার মালিক ছিলাম । রাজা -রানীই তো হতে তাই -না ! তোমাদের বাচ্চাদের এখন স্মৃতি এসে গেছে । বাবা এসেছেন আমাদের বাচ্চাদের রাজ্য ভাগ্যের অধিকার দিতে , বিশ্বের মালিক বানাতে । বাবা বলেন -এখন সবাই ভক্তি মার্গে , ভক্তি মার্গকেই রাবণ রাজ্য বলা হয়ে থাকে । জ্ঞান মার্গের কথা একমাত্র বাবাই তোমাদের -বাচ্চাদের শেখান। বেহদের বাবাকে সবাই ভক্তি মার্গে স্মরণ করে । এখন তোমরা জ্ঞানলব্ধ যোগের দ্বারা ২১ জন্মের জন্য বিশ্বের মালিকানা পাও । তারপর তোমরা অর্ধেক কল্প আমাকে আর ডাকবেই না । হায় রাম . . . হায় প্রভু বলার দরকারই থাকবেনা । হায় রাম সবাই দুঃখেই বলে কিন্তু ওখানে তো তোমাদের কোনও দুঃখই থাকবেনা । এখন তোমরা জেনেছ এই খেলা পূর্ব পরিকল্পিভাবে ড্রামাতে তৈরি হয়ে আছে । অর্ধ কল্প জ্ঞানের দিন আর অর্ধকল্প ভক্তির রাত অর্থাত্ অর্ধ কল্প জ্ঞান লব্ধ প্রারব্ধ সুখ ভোগ করো আর বাকি অর্ধ কল্প বিকারী দুনিয়ায় থেকে পতিত হয়ে যাও । ভক্তি আমাদের ক্রমশঃ নীচের দিকে নামিয়ে আনে । তোমাদের -বাচ্চাদের বুদ্ধিতে সিঁড়ির জ্ঞান অবশ্যই থাকা উচিত্ । বাবা বোঝাতে থাকেন এই চক্র ৮৪ জন্মের , চক্রের আদি -মধ্য -অন্তের জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে জানলে তুমি চক্রবর্তী রাজা হতে পারবে । এইজন্য বাবা চিত্র বানাচ্ছেন যাতে প্রমাণ হয়ে যাবে এই চক্র কে জেনেই আমরা ২১ জন্মের রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত করি । এখন তোমরা সংখ্যায় অনেক হয়েছ , বিশাল রুহানি সেনায় পরিণত হয়েছ । তোমরা সবাই পান্ডা। বাবাও পান্ডা তবে ইনি হলেন গাইড অর্থাত্ পথ -নির্দেশক । পান্ডা , শুভ শব্দ । বিভিন্ন ভ্রমণ যাত্রায় পান্ডারা নিয়ে যায় । যাত্রীরা তাদের গন্তব্যে পৌঁছলে একজন গাইড তাদের

সব দ্রষ্টব্য দেখিয়ে দেয় । তীর্থ যাত্রাতেও পান্ডারা নিয়ে যায় । বাবা বলেন - তোমরা জন্ম - জন্মান্তর ধরে তীর্থ যাত্রা করছ । অমরনাথে তীর্থ করতে যাও , পরিক্রমা করো । ওখানে যাওয়ার সময় শুধু ওখানের কথাই মনে থাকে । ঘর -সংসার , ব্যবসা , বৈষয়িক কাজকর্ম সব দূরে সরে যায় । এখানে স্মরণের যাত্রায় তোমাদের শেখানো হয় গৃহস্থ সংসারে থেকে বৈষয়িক কাজকর্ম করে গুপ্তভাবে স্মরণের যাত্রায় চলতে থাকা । কত ভালো এই পথ । যত বড় কাজ - কারবার করতে ইচ্ছে করো , কেউ বারণও করবেনা । কিন্তু নিজের রাজ্য অধিকার সম্পর্কেও সতর্ক থাকো । জনক রাজাও মূহুর্তের মধ্যে জীবন মুক্তি পেয়েছিল । তোমাদের কোনও বাইরের তীর্থ যাত্রা ইত্যাদি করার দরকার নেই । নিজের ঘর -সংসারের সম্পূর্ণ খেয়াল রাখতে হবে । যারা ভালো , সচেতন বাচ্চা তারা বোঝে যে আমাদের ঘর গৃহস্থলির মধ্যে থেকেই কমল ফুল সমান হয়ে থাকতে হবে । গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে কখনও বিরক্ত হওয়া উচিত্ নয় । কুমার কুমারীরা তো সন্ন্যাসীদের মতো , তাদের কোনও বিকার নেই , পাঁচ বিকার থেকে দূরে থাকে । এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমাদের শৃঙ্গার একরকম আর ওদের শৃঙ্গার আরেকরকম । ওদের হলো তমোপ্রধান শৃঙ্গার আর তোমাদের শৃঙ্গার সতোপ্রধান , যার মাধ্যমে অর্থাত্ জ্ঞানরত্নে সজ্জিত হয়ে সূর্য্যবংশীয় রাজত্বের অধিকারী হও । বাবা তোমাদের বাচ্চাদের বোঝাতে থাকেন - তমোপ্রধান শরীরের সাজসজ্জা একদম কোরো না । দুনিয়া একেবারে খারাপ হয়ে গেছে । গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে ফ্যাশনে মজে থেকো না । এই সময় ফ্যাশনদুরস্ত হয়ে সুন্দর হওয়া ঠিক নয় । কালো হলে তো ভালোই কোনও বিকৃত রুচির মুখোমুখি হতে হবে না । সুন্দর চেহারার প্রতি আকৃষ্ট হলে তার ছাপই মনে ঘুরপাক খেতে থাকবে । কৃষ্ণকেও শ্যামবর্ণ দেখানো হয়েছে আর তোমরা , গৌরবর্ণ হবে শিববাবার থেকে তাঁর জ্ঞান আর গুণের আলোয় । ওরা পাউডার ইত্যাদি মেখে উজ্জ্বল হয় , ফ্যাশন তো এমন করে সে কথা বলা যায় না । ব্যবসায়ীরাও (বিত্তবানরা/সাহুকারেরা) সত্যকে নাশ করে অসত্যের মোড়কে তাদের পণ্য সাজায় । এইজন্য গরীব হওয়াই ভালো , প্রলোভনের ফাঁদে পড়েনা । গ্রামে গিয়ে গরীবদের কল্যাণ করতে হবে কিন্তু আওয়াজ তোলার জন্য একজন বিখ্যাত লোক থাকা চাই । তোমরা সকলেই গরীব কোনও সাহুকার তো নও । তোমরাই দেখো নিজেরা কত সাধারণ হয়ে বসে আছ । মুম্বইতে ফ্যাশনের ছড়াছড়ি । বাবার সাথে দেখা করতে এলে বলি -তোমরা শরীরের শৃঙ্গার করেছ , এসো , তোমাদের জ্ঞান -শৃঙ্গার করিয়ে দিই , যাতে তোমরা ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের পরি হয়ে উঠতে পার । সদা সুখী হয়ে থাকবে , না কখনও কাঁদতে হবে না কখনও দুঃখ হবে । এখন শরীরের এই সাজসজ্জা তুমি ছেড়ে দাও , তোমাকে আমি জ্ঞান রত্নে সুন্দর করে সুসজ্জিত করে তুলব । যদি আমার মতে চলো তবে পাটরানি বানিয়ে রাখব, এটা তো কত ভালো তাই -না । তোমাদের সব ভারতবাসীদের এই তমোপ্রধান আসুরিক দুনিয়া নরক থেকে সরিয়ে স্বর্গের মহারাণী করে গড়ে তুলি । তোমরা বাচ্চারা বুঝতেই পারছ যে আজ আমরা সাদা পোশাকে আছি , এরপরের জন্মে স্বর্গে সোনার চামচে করে দুধ পান করব । এটা তো এখন ছি-ছি দুনিয়া , স্বর্গ তো স্বর্গের মতোই সুন্দর । এখানে তোমরা ভারতবাসী সবাই ভিখারী । ভিখারী থেকে রাজকুমার হয়ে ওঠার গায়ন আছে । এই ভারতেই আবার জন্ম নেবে। বাবা আমাদের স্বর্গের মালিক বানিয়েছিলেন , রাত আর দিনের তফাত । মহান গরীব যাদের খাবার কিছু থাকেনা , তাদেরই দান দেওয়া হয়ে থাকে । ভারতই সেই মহান গরীব , বাবা যেখানে বিশ্বের মালিকানা দান দেন । যুক্তি -বিচার দ্বারা কেউ বোঝেনা যে এই সময় সবাই তমোপ্রধান । দিন দিন আরও নীচের সিঁড়িতে নেমে আসছে । এখন কেউই সিঁড়ি চড়তে পারবে না। ১৬ কলা থেকে ১৪ কলা তারপর আবার ১২ কলা . . . এইভাবে সিঁড়ি বেয়ে নেমেই আসছে।

এই লক্ষ্মী -নারায়ণও প্রথমে ১৬ কলা সম্পূর্ণ ছিলেন পরে ১৪ কলায় নেমে আসেন ...এও যাথার্থ্যভাবে স্মরণ করতে হবে । নীচের সিঁড়িতে নামতে নামতে একেবারে পতিত হয়ে গেছে । তাহলে স্বর্গের মালিক কে বানিয়েছেন ? বিশ্ব-নাটকের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি রিপিট হওয়ার কথা সবাই বলে কিন্তু বর্তমানে কি ধরনের হিস্ট্রি রিপিট হবে এটা কেউ জানেনা । শাস্ত্রে সত্যযুগের আয়ু লাখ -কোটি বছর লিখে দেয় । সত্যযুগ কবে আসবে জিজ্ঞেস করলে বলে ৪০ হাজার বছর এখনও বাকি আছে । তোমরা প্রমাণ দিয়ে বলে দাও , কল্পের আয়ুই ৫ হাজার বছরের । ওরা আবার শুধু সত্যযুগকেই এক লাখ বছরের বানিয়ে দেয় । ঘোর কলি ..তাই তো মানুষ মানতে চায়না ভগবান এসে গেছেন । ওরা এটাই বুঝতে চায় যে যখন কলির অন্ত হবে ভগবান তখনই আসবেন । তোমরা বাচ্চারা এখন সব বুঝতে পারো , বিনাশসামনে দাঁড়িয়ে । বাচ্চাদের বোঝানো হয়ে থাকে বিনাশের আগে বাবার থেকে যোগলব্ধ স্বর্গ রাজ্যের অধিকার নিয়ে নাও , কিন্তু সব কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমিয়ে রয়েছে । বেচারারা হায় হায় করতে করতেই শেষ হয়ে যাবে । আর তোমাদের জয়জয়কার হবে । একবার বাবার হয়ে গেলে আর পতিত হওয়া সম্ভব হয় না । ওরা ভাবে স্ত্রী -পুরুষ একসাথে থাকলে পবিত্র থাকা সম্ভব নয় এইজন্য হাঙ্গামা করে - এখানে স্ত্রী -পুরুষ সকলকে ভাই- বোন বানিয়ে দেওয়া হয় । এসব তো কোথাও লেখা নেই । বলে , জানা নেই এখানে কি জাদু আছে , তুমি ব্রহ্মাকুমারীদের কাছে গেলে ওঁরা তোমাকে ওখানে বেঁধে রাখবে । এরকম নানাভাবে ভুল - ভ্রান্তি ছড়াতে থাকে । এই সবকিছুই ড্রামাতে সাজানো আছে । ড্রামাতে যার যে সময়ে পার্ট আছে সে সেসময়ে এসে নিজস্ব ভূমিকা পালন করবে , এতে ভয় পাওয়ার মতো কোনও কথা নেই । শিববাবা তো জ্ঞানের সাগর , পতিত -পাবন সবার সদগতি দাতা । ব্রহ্মা দ্বারা পতিতকে পবিত্র বানান । এই শব্দগুলো বড় বড় অক্ষরে লিখতে হবে যাতে যে-ই আসবে তার চোখে পড়ে । পবিত্রতাই বিভিন্ন ভাবে বারে বারে বিঘ্নিত হয় । যারা বিপরীত বুদ্ধির তারা বিনাশেকালে হায় হায় করে । তোমরা হচ্ছ সত্য বাবার সত্য সন্তান । নরকের বিনাশ ছাড়া স্বর্গের স্থাপনা কিভাবে হবে ! তোমরা বলবে এটা মহাভারতের লড়াই , যুদ্ধে অধর্ম অর্থাত্ তমোপ্রধান দুনিয়ার বিনাশ হয়ে স্বর্গের দ্বার খুলে যাবে । মনুষ্য এসব কিছু বোঝেনা । তোমরা তোমাদের বুদ্ধি দিয়ে দৈবী স্বরাজ্যের সুখানুভূতি উপলব্ধি করতে পারছ । আর ওরা নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া করছে । ওরাও মনুষ্য তোমরাও মনুষ্য , কিন্তু ওরা আসুরিক সম্প্রদায় আর তোমরা দৈবী সম্প্রদায় । বাবা যখন তোমাদের সামনে বসে বোঝান তোমাদের মন তখন আনন্দে ভরে থাকে । অনেকবার তোমরা এই রাজধানী নিয়েছ যেমন এখন নিচ্ছ । ওরা নিজেদের মধ্যে দুই বিড়ালের মতো ঝগড়া করে । তোমরা সারা বিশ্বের বাদশাহীর সুখ স্বাচ্ছন্দ প্রাপ্ত করো । তোমরা এখানে আসই বিশ্বের মালিক হতে । তোমরা জানো যে , আমরা বাবার সাথে যোগ লাগিয়ে কর্মাতীত অবস্থায় পৌঁছে যাব । ওরা নিজেরা লড়াই করবে , আমরা বিশ্বের রাজত্ব প্রাপ্ত করব । এটা খুবই সধারন কথা । ওই বাহুবলীরা বিশ্বের রাজত্ব নিতে পারবেনা । তোমরাই যোগবলের দ্বারা বিশ্বের মালিক হবে । তোমাদের তো অহিংসাই পরম দৈবী ধর্ম । ওখানে কোনও হিংসা থাকেই না । কাম-বিকারের হিংসা সবচেয়ে খারাপ যা তোমাদের আদি -মধ্য -অন্ত পর্যন্ত দুঃখ দেয় । রাবন রাজ্য কবে হয় তা কারোরই জানা নেই । এখন ডাকছে - এসে আমাদের পবিত্র বানাও , তাহলে তো অবশ্যই কখনও পবিত্র ছিলে । ভারতের বাচ্চারাই বলে - দুঃখ থেকে মুক্ত করো , শান্তিধাম নিয়ে চলো , দুঃখ দূর করে সুখ দাও । কৃষ্ণকে হরি নামেও ডাকে , বলে- বাবা হরির দ্বারে নিয়ে চলো । হরির দ্বার কৃষ্ণপুরী । এই হলো কংসপুরী । এই কংসপুরী বাবার পছন্দ নয় । মায়া মাদারির খেলা (ভোজবাজি)দেখায় । তোমরা তো জানোই রাবণের রাজ্য দ্বাপর থেকে শুরু হয় । দেবতারা

যাঁরা পবিত্র ছিলেন তাঁদেরও পতন শুরু হয় , এর নিদর্শন পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের গায়ে । এই দুনিয়ায় চতুর্দিকে খারাপ জিনিসের ছড়াছড়ি । এখন তো আমরা সেসব গালগল্প থেকে দূরে পরিস্তানে চলে যাই । এতে বিশাল বুদ্ধি আর মনের প্রবল শক্তি চাই । বাবা বলেন - বাচ্চারা কোনও দেহধারীতে মোহ-বন্ধন রেখোনা । যদি কোথাও মোহ-বন্ধন হয় তবে একেবারে ধ্বসে যাবে । এখানে তো মোহ-বিছিন্ন হওয়ার জ্ঞান পেয়েছ - মা মারা গেলে হালুয়া খাওয়ার মতো মন তৈরি করতে হয় . . . । বাবা সামনে বসিয়ে জিজ্ঞেস করেন যদি কাল তোমার কেউ মারা যায় তবে কাঁদবে না তো । চোখে জল এলো মানে তুমি ফেল হয়ে গেলে । এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর নেবে এর মধ্যে কান্নার কি আছে ! একথা কেউ শুনলে বলবে মুখ খুলবে তো ভালো কথাই বলো । ভালোই বলা হচ্ছে - সত্যযুগে কান্নার কোন ব্যাপারই নেই , তোমাদের এই জীবন সত্যযুগিয় দেবী দেবতার থেকেও উচ্চ । তুমিই সবাইকে কান্না থেকে বাঁচাবে ,তবে তুমি কি করে কাঁদতে পার । আমি প্রভুরও প্রভুকে পেয়েছি যিনি আমাকে স্বর্গে নিয়ে যান । তাহলে যে নরকে নিয়ে যায় তার জন্য কান্না কেন আসবে ! বাবা কত মিষ্টি মিষ্টি কথা শোনান , স্বর্গের রাজত্ব নেওয়ার জন্য । এই সময় ভারতে অকল্যাণ ছেয়ে আছে , বাবা এসে কল্যাণ করেন । ভারতকে মগধ দেশ বলা হয় । সিন্ধুদের মতো ফ্যাশন -দুরস্ত কেউ হয়না , বিলেত থেকে ফ্যাশন শিখে আসে । নানারকমের চুল বাঁধার জন্য আজকাল মেয়েরা কত খরচা করে । ওদের বলা হয় নরকের পরী । বাবা তোমাদের স্বর্গের পরী বানিয়ে দেন । ওরা বলে আমাদের জন্য এটাই স্বর্গ , এখানের সুখ তো নিয়ে নিই । কাল কি হবে- আমি তার কি জানি । এরকম বিচারধারায় বিশ্বাসী অনেকে আসে । আচ্ছা -

মিষ্টি -মিষ্টি সিকিলধে/হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা -পিতা , বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর সুপ্রভাতা রুহানি বাবার (পরমাত্মা) রুহানি বাচ্চাদের (আত্মা) নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার : -

১) সত্যকার রুহানি বাচ্চা হয়ে সকলকে ঘরের রাস্তা দেখাতে হবে । শরীর নির্বাহ করার জন্য অর্থ উপার্জন হেতু কাজ কারবার করতে করতে স্মরণের যাত্রায় থাকতে হবে । কার্য্য-ব্যবহারে থেকে বিরক্ত হওয়া ঠিক নয় ।

২) জ্ঞান-শৃঙ্গার করে নিজেকে স্বর্গের পরী বানাতে হবে । এই তমোপ্রধান দুনিয়ায় শরীরের শৃঙ্গার কোরোনা । কলিযুগের ফ্যাশন ছেড়ে জ্ঞান শৃঙ্গারে সজ্জিত হও ।

বরদান :- ত্যাগ , তপস্যা দ্বারা সেবায় সফলতা প্রাপ্ত করে সর্ব -কল্যাণকারী ভব (হও)!

যেরকম স্থূল অগ্নি দূর থেকে নিজের অনুভব করায় ঠিক .সেরকমই তোমার ত্যাগ আর তপস্যার ঝলক দূর থেকে সবাইকে আকর্ষিত করুক । সেবাধারী হওয়ার সাথে সাথে ত্যাগী , তপস্যামূর্ত হও তবেই সেবার প্রত্যক্ষ ফল দেখা যাবে । ত্যাগী অর্থাত্ কোনও পুরনো সঙ্কল্প বা সংস্কার মনে থাকবে না । তপস্বী অর্থাত্ বুদ্ধির স্মৃতি বা দৃষ্টিতে আত্মিক স্বরূপ ভিন্ন আর কিছুই প্রকাশ না পায় । যে সঙ্কল্প মনে আসবে তাতে সব আত্মার কল্যাণ সমাহিত থাকুক তবেই বলা যাবে সবার কল্যাণকারী ।

স্লোগান :- দেহ ভানের উর্ধে যাওয়ার জন্য চিত্র(শরীর) না দেখে চেতনযুক্ত চরিত্রকে দেখ ।